

২. মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ— মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বৃহৎ অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে; পশুবল ও অর্ধবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম। [ঢা. বো. '১৯, '০৫; য. বো. '১৬, '১২; কু. বো. '১৬; চ. বো. '১৭, '১৪, '১২; সি. বো. '১৬; ম. বো. '২০] [মিলেনিয়াম স্ট্যাটিক স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল; দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল; পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

সারাংশ : আল্লাহ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞান, মনুষ্যত্ব, চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা মানুষ অমরত্ব লাভ করে। অর্থ, দাউকিতা মানুষকে হীন করে। জাতি তথা দেশের উন্নয়নে, সভ্যতার বিকাশে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মানবিক গুণাবলির বিকল্প নেই।

১৪. শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালিদুলাল মাঝে, রৌদ্রবৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার কোনো দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি, কুমতলব মানবচিন্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্মৃতি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। শুধু চিন্তা করে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় না। মানবসমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। চিন্তা ও পুস্তক মানব মনের পাঁপড়ি খুলে দেয় মাত্র, বাকি কাজ সাধিত হয় সংসারের কর্মক্ষেত্রে। [ঢা. বো. '২০, '০৮, '০১; য. বো. '১৯, '১৭; কু. বো. '০৬; চ. বো. '০১; সি. বো. '১৭; ম. বো. '০৫; দি. বো. '১৬] [পাবনা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ; সিলেট ক্যান্টনমেন্ট কলেজ; সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা; শহীদ বীর উত্তম স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী; এন কে এম হাই স্কুল এন্ড হোমস্কুল, নরসিংদী; ডা. খানসগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; বরিশাল জিলা স্কুল; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; বিনাম্যমী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; বি.কে.জি.সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ; ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; দি চ্যান্সার্স কে.জি.এন্ড হাই স্কুল, মৌলভীবাজার]

সারাংশ : আলস্য মানবজীবনের মৃত্যু ডেকে আনে আর কাজ জীবনকে সুন্দর করে তোলে। শুধু চিন্তা দিয়ে জগতের হিত সাধন হয় না বরং চিন্তার সঙ্গে যখন কর্ম যোগ হয় তখনই মানব কল্যাণ সাধিত হয়, সুন্দর হয় বিশ্বজগৎ।

৩৭. আসিতেছে শুভ দিন  
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।  
হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালায়ে ভাজিল যারা পাহাড়,  
পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,  
তোমারে সেবিত হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,  
তোমারে সেবিত যাহারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,  
তরাই মানুষ, তরাই দেবতা গাহি তাদের গান  
তাদের ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।  
ভূমি শুয়ে রবে তেতলার পরে আমরা রহিব নীচে,  
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজি মিছে।  
সিন্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা রসে  
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদের বশে।  
তারি পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,  
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।

[রা. বো. '১৫; কু. '২০; ম. বো. '১৭] [এস ও এস হারমান মেইনার কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট]

সারমর্ম : নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং জীবনে কল্যাণ, সুখশান্তি, সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে মজুর, কুলি, মুটে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। তারা নবরূপী দেবতা। তবুও সমাজে তারা ঘণিত, অবহেলিত। তাদের ঋণের কথা স্বার্থপর মানুষ ভুলে যায়। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন উচ্চ তলার মাংসগুলো ঋণশোধ করার মানসে মুটে, মজুর ও কুলিকে সম্মান করবে, তাদের ত্যাগের কথা স্বীকার করবে।

৪৬. এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;  
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্থপ— পিঠে  
চলে যেতে হবে আমাদের।  
চলে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ  
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,  
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—  
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

[ঢা. বো. '০২; কু. বো. '০১; য. বো. '০৪; চ. বো. '১০, '০৪; ম. বো. '০৮] [ধানমন্ডি গভ. গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]

সারমর্ম : পৃথিবীর মানুষকে তাদের জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সরে যেতে হবে। স্থান ছেড়ে দিতে হবে নবাগত শিশুদের জন্যে। যাবার আগে তাদের পুরাতন পৃথিবীর জঞ্জাল পরিষ্কার করে নবাগত শিশুদের বাসযোগ্য করে যেতে হবে।